শিক্ষার্থী নির্দেশিকা
Learner's Guide

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড)
Bachelor of Madrasa Education (BMEd)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন
ও
মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম
সমন্বয়কারী, বিএমএড প্রোগ্রাম

স্কুল অব এডুকেশন
School of Education

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী নির্দেশিকা
Learner's Guide

ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড)
Bachelor of Madrasa Education (BMEd)

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ: মার্চ-২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর-২০২৫

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস
মহিবুল ইসলাম

কাভার গ্রাফিক্স

আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিটিপি

মো: জাকির হোসেন

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

মুদ্রণে

---------- বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩, নর্থ ব্রক হল রোড, ঢাকা-১১০০।

বাণী

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাধারার পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগি করার বিষয়েও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারন সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। তবে বাস্তবতা হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই)' একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি ২০১২ সাল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) ডিগ্রি প্রদান করছে। তবে বিপুল সংখ্যক মাদরাসা শিক্ষকের চাহিদার তুলনায় তা অতি নগণ্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকারী প্রধান এবং অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়োগ ও সিনিয়র স্কেল প্রাপ্তির জন্য বিএড/বিএমএড ডিগ্রি থাকা আবশ্যক। বিশেষভাবে মাদরাসার কামিল/ফাযিল পাশ শিক্ষকদের 'ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড)' ডিগ্রি অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রচলিত বিএড প্রোগ্রামে শিক্ষণ বিষয় হিসেবে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার আওতাধীন বিভিন্ন বিষয় থাকলেও মাদরাসার বিশেষায়িত বিষয়াবলি সেখানে অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে বিএমএড প্রোগ্রামে শিক্ষণ বিষয় হিসেবে আবশ্যিক বিষয়গুলোর সাথে ৪টি শিক্ষণ বিষয় যথা– আল-কোরআন ও তাজবিদ শিক্ষণ, আল-হাদীস শিক্ষণ, আরবি শিক্ষণ এবং আকাইদ ও ফিকহ শিক্ষণ রয়েছে।

মানসম্পন্ন শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক। কেবলমাত্র চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগি শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। সে কারণে মাদরাসা শিক্ষাধারার সকল স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা একান্ত আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড)' প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত বিএমএড প্রোগ্রামটি মাদরাসা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

এই নির্দেশিকায় বিএমএড প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়া, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম
ডিন
স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি, গাজীপুর।

সূচিপত্র

১. উন্মুক্ত শিক্ষা ৫
২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৬
৩. স্কুল অব এডুকেশন ৬
৪. বিএমএড প্রোগ্রাম ৭
৪.১ প্রোগ্রামের নাম: ৭
৪.২ প্রোগ্রাম লেভেল: ৭
৪.৩ প্রোগ্রাম কোড: ৭
৪.৪ সিমেস্টার সংখ্যা: ৭
৪.৫ ক্রেডিট: ৭
৪.৬ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য: ৭
৪.৭ মেয়াদকাল ও স্থান ৭
৪.৮ শিক্ষার মাধ্যম ৭
৪.৯ ভাষা মাধ্যম ৮
৫.১ ভর্তির যোগ্যতা ৮
৫.২ ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন ৮
৫.৩ ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ৯
৫.৪ প্রদেয় ফি ১০
৬.১ বিএমএড প্রোগ্রামের কোর্স সংখ্যা ক্রেডিট মান ও নম্বর বন্টন– ১২
৬.২ বিএমএড প্রোগ্রামের সিমেস্টার ভিত্তিক শিক্ষাক্রমিক কাঠামো ১৭
৯.১ নির্ধারিত কাজ বা এ্যাসাইনমেন্ট তৈরির নির্দেশনা ২০
১০. ব্যবহারিক পরীক্ষা ২১
১১. গবেষণা রিপোর্ট ২২
১২. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা ২৩
১৩. নম্বর ও ক্রেডিট বণ্টন ২৩
১৪. লিখিত পরীক্ষার বিবরণ ২৫
১৫. ফল প্রকাশ ২৫
১৬. ডিগ্রি প্রদান ২৬
১৭. সমাবর্তন ২৬
১৮. একাডেমিক পরামর্শ ও নির্দেশনা ২৬
১৯. স্কুল অব এডুকেশন-এর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ২৬
২০. স্টাডি সেন্টার ও আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ২৭

১. উন্মুক্ত শিক্ষা

বিশ শতকের শেষার্ধে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পাশাপাশি উন্মুক্ত শিক্ষা এক ক্রমবর্ধমান অত্যুজ্জ্বল বাস্তবতা। প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় নিয়মের দৃঢ়বদ্ধতা, অতি প্রাতিষ্ঠানিকতার কারণে শিক্ষা আজও সকল মানুষের অর্জনযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া শিক্ষা একটি উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হলেও শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রথাবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করার মত প্রয়োজনীয় পুঁজিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেই। কিন্তু শিক্ষা নামক চাহিদাটি যেহেতু মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত, সেহেতু শিক্ষা মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটায় এবং সার্বিক পরিপূর্ণতা তরান্বিত করে। তাই শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষাটি প্রত্যেকের চেতনায় সতত বহমান। উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে সকল মানুষের অর্জনযোগ্য করার প্রয়োজনে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অধিকতর নমনীয় করে উন্মুক্ত শিক্ষা বিকাশ লাভ করেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্মুক্ত শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার লক্ষণীয় দিকগুলো হচ্ছে–

- পাঠ সামগ্রীগুলো 'স্ব-শিখন' পদ্ধতিতে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই নির্দিষ্ট পাঠ বুঝে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ফলে দূরদূরান্তে বা দেশের যে কোন প্রান্তে বসে এবং পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন পেশায় নিয়োজিত থেকেও শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপন করতে পারেন।
- উন্মুক্ত শিক্ষা প্রযুক্তি নির্ভর। একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে অডিও-ভিডিও ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রোগ্রামের আসন সংখ্যা প্রথাবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি।
- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের বক্তব্য শুনে উপকৃত হতে পারেন।
- উন্মুক্ত শিক্ষা 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
- উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বয়সসীমা এবং প্রাক যোগ্যতা নির্ধারণী নির্বাচন ও নিয়মনীতির দৃঢ়তা শিথিল করে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও শিক্ষার গুণগতমান রক্ষিত হয়।

২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

একটি দেশের শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির উপর সে দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে। বর্তমান বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জন সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি ও বহুমুখী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর সংসদীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি উন্মুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য।

৩. স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।

স্কুল অব এডুকেশন এর শিক্ষকবৃন্দ উন্মুক্ত শিখন পদ্ধতিতে বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানে যেমন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, তেমনি ভবিষ্যতে শিক্ষা বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করতেও বদ্ধ পরিকর। স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে:

♦ বিএড ♦ বিএমএড ♦ এমএড ♦ এম.ফিল ♦ পিএইচ.ডি

স্কুল অব এডুকেশন-এর শিক্ষকবৃন্দ দূরশিক্ষণ ও বহুমুখী মাধ্যম ব্যবহার করে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রবর্তন করেছে। এতে করে দেশে শিক্ষা বিষয়ে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন প্রসারিত হবে তেমনি বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এ আমাদের প্রত্যাশা। এছাড়া ভবিষ্যতে শিক্ষা বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি চালু করা হচ্ছে।

৪. বিএমএড প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএমএড প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। যুগোপযোগী একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা স্কুল অব এডুকেশন-এর বিএমএড প্রোগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪.১ প্রোগ্রামের নাম: ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন [Bachelor of Madrasa Education] বা সংক্ষেপে বিএমএড (BMEd)

৪.২ প্রোগ্রাম লেভেল: স্নাতক (ব্যাচেলর)

৪.৩ প্রোগ্রাম কোড: 03

৪.৪ সিমেস্টার সংখ্যা: ২ (প্রতি সিমেস্টারের মেয়াদকাল ৬ মাস)

৪.৫ ক্রেডিট: ৬০

৪.৬ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য: দাখিল ও আলিম মাদরাসাসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা।

৪.৭ মেয়াদকাল ও স্থান

- সাধারণভাবে বিএমএড প্রোগ্রামের মেয়াদ ০১ (এক) শিক্ষাবর্ষ (Academic Year) বা ০২ (দুই) সিমেস্টার। প্রতি সিমেস্টারের সময়কাল ০৬ (ছয়) মাস। তবে একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) শিক্ষাবর্ষ বা ১০ (দশ) সিমেস্টার পর্যন্ত বহাল থাকবে। উল্লেখ্য কেউ যদি পাঁচ শিক্ষা বৎসরে প্রোগ্রামের সবগুলো কোর্স সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করতে না পারেন তবে একই আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করে পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে অসমাপ্ত কোর্সগুলো শেষ করতে পারবেন।

৪.৮ শিক্ষার মাধ্যম

- **মুদ্রিত পাঠ্য বই (মডিউলসমূহ)**

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত বিএমএড প্রোগ্রাম 'দূরশিক্ষণ' এবং 'বহুমুখী শিক্ষণ' পদ্ধতি নির্ভর। এ প্রোগ্রামের মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রণয়নে স্ব-শিখন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি ইউনিটে রয়েছে শিরোনাম, ভূমিকা, পাঠ বিভাজন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন। পাঠ্যপুস্তকসমূহে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তু বর্ণনার পাশাপাশি এমনভাবে উপস্থাপন ও কাজের নির্দেশনা রয়েছে যা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। স্বতন্ত্য বৈশিষ্ট্যের জন্য এ পাঠ্যপুস্তকসমূহ মডিউল নামে পরিচিত। উক্ত মডিউলসমূহ ছাড়াও নিম্নোক্ত মাধ্যম ব্যবহার করেও একজন শিক্ষার্থী শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন–

- সংশ্লিষ্ট স্টাডি সেন্টারে মুখোমুখি টিউটোরিয়াল সেশন
- ই-বুকস (E-books)
- BOUTube
- ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্সেস [Open Educational Resources (OER)]
- বাউবি'র ওয়েবসাইট [www.bou.ac.bd]

৪.৯ ভাষা মাধ্যম

- বাংলা।
- ইংরেজি (শিক্ষার্থী আগ্রহ হলে ইংরেজি মাধ্যম ব্যবহার করতে পারবে)।

৫. বিএমএড প্রোগ্রামে ভর্তি

৫.১ ভর্তির যোগ্যতা

- সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম ফাজিল/ফাজিল সমমানের ডিগ্রি।
  অথবা,
- সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল-কোরআন ও তাজবিদ শিক্ষণ/আল-হাদীস শিক্ষণ/আরবি শিক্ষণ/আকাইদ ও ফিকহ শিক্ষণ বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
  অথবা,
- ন্যূনতম ফাজিল ডিগ্রিসহ সরকারি/সরকার অনুমোদিত মাদরাসা/স্কুলের শিক্ষক।

৫.২ ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন

বিএমএড প্রোগ্রাম ভর্তি ইচ্ছুক আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিবার্চনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সভিত্তিক পয়েন্ট গণনার জন্যে নিম্নোক্ত ছক অনুসরণ করা হবে:

সার্টিফিকেট/ ডিগ্রি	ডিভিশন/ক্লাস-এর ক্ষেত্রে পয়েন্ট			গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে পয়েন্ট						
	১ম	২য়	৩য়	৫.০০ স্কেল			৪.০০ স্কেল			
				৪.০০–৫.০০	৩.০০–৩.৯৯	২.০০–২.৯৯	৩.৭৫–৪.০০	৩.২৫–৩.৭৪	২.৭৫–৩.২৪	২.৭৫-এর নিচে
দাখিল/এসএসসি/ সমমান	৫	৩	১	৫	৩	১	-	-	-	-
আলিম/এইচএসসি/ সমমান	৫	৩	১	৫	৩	১	-	-	-	-
ফাজিল/স্নাতক (২/৩ বছর)	৭	৫	৩	৭	৫	৩	৭	৫	৩	২
ফাজিল/স্নাতক (সম্মান) (৪ বছর)	৮	৬	৪	৮	৬	৪	৮	৬	৪	৩
কামিল/এমএ/স্নাতকোত্তর	১	১	১	-	-	-	১	১	১	১

- একাধিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে একবারই পয়েন্ট গণনা করতে হবে।
- সার্টিফিকেট-এ শুধু 'পাস'/ 'উত্তীর্ণ' কথাটি লেখা থাকলে গড় পয়েন্ট গণনা করতে হবে।

বয়সভিত্তিক পয়েন্ট গণনা:

ভর্তি ইচ্ছুক প্রতি শিক্ষার্থীর বয়স ÷ ১০, এই নিয়মে বয়সের পয়েন্ট গণনা করতে হবে। ভগ্নাংশ বছরের ক্ষেত্রে ৬ মাস বা তার অধিক মাস পরবর্তী পূর্ণ বছর হিসেবে গণনা করতে হবে। যেমন ৩৫ বছর ৬ মাস ৫ দিন ≈ ৩৬ বছর = ৩.৬ পয়েন্ট হবে।

ফাজিল ডিগ্রির ফলাফল ৫.০০ স্কেলে হলে পয়েন্ট গণনা হবে নিম্নরূপ:

৪.৫-৫.০	৪.০-৪.৫	৩.৫-৪.০	৩.০-৩.৫	২.৫-৩.০	২.০-২.৫
৭	৬	৫	৪	৩	২

- ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীকে https://osapsnew.bou.ac.bd-এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী online-এ প্রাথমিক আবেদন করতে হবে।
- বিএমএড ভর্তি কমিটি'র তত্ত্বাবধায়নে শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র/স্টাডি সেন্টারে লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- শিক্ষার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ভর্তির জন্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। উক্ত তালিকার মেধাক্রম অনুসারে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে।

৫.৩ ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

- ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে https://osapsnew.bou.ac.bd-এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী online-এ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- প্রতি বছর একবার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময়ে একটা নির্দিষ্ট আইডি নম্বর দেয়া হবে যা রেজিস্ট্রেশন নম্বর হিসাবেও বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সকল যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আইডি নম্বর/রেজিস্ট্রেশন নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রতি বছরে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ঐ বছরের ব্যাচ-শিক্ষার্থী হিসাবে পরিচিত হবে। যেমন– ২০২৬ সালে যারা ভর্তি হবে তারা ২০২৬ ব্যাচ হিসাবে পরিচিত হবে এবং এভাবে ভর্তিকৃত বছরের পরিচয়ে ব্যাচ শিক্ষার্থী পরিচিত হবে।

- সাধারণভাবে একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে যদি কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার কোর্সসমূহ সম্পন্ন না করতে পারে উক্ত শিক্ষার্থী আরো অতিরিক্ত ২ (দুই) বছর সময় পাবেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন (পাঁচ বছর পর) করতে হবে। বিএমএড কোর্স সম্পন্ন করার জন্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে অতিরিক্ত (৫+২ = ৭ বছর) সময়ের পর কোন শিক্ষার্থী পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে না।

৫.৪ প্রদেয় ফি

- নির্বাচিত শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত হারে ফি (পরিবর্তনযোগ্য) বাবদ অর্থ জমা দিয়ে বিএমএড প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন লাভ করবেন:

প্রথম সিমেস্টার: (প্রতি শিক্ষার্থী)

ফি'র খাত	কোর্স ফি	ফি'র হার	প্রদেয় টাকার পরিমাণ
১. রেজিস্ট্রেশন ফি	-	-	২৫০/-
২. একাডেমিক ক্যালেন্ডার ফি	-	-	৫০/-
৩. কোর্স ফি	৫টি	৫৭৮/-	২৮৯০/-
৪. পাঠদান অনুশীলন ফি (পাঠদান অনুশীলন ০২টি)	২টি	৫৭৮/-	১১৫৬/-
৫. চূড়ান্ত মৌখিক পরীক্ষার ফি	০১টি	৫৭৮/-	৫৭৮/-
৬. ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি	০১টি	৬৩০/-	৬৩০/-
৭. পরীক্ষার ফি	-	-	৩১৫/-
৮. সিমেস্টার নম্বরপত্র ফি	-	১০০/-	১০০/-
৯. ডিজিটাল আইডি কার্ড ফি	-	-	২০০/-
মোট টাকা =			৬,১৬৯/-

দ্বিতীয় সিমেস্টার: (প্রতি শিক্ষার্থী)

ফি'র খাত	কোর্স ফি	ফি'র হার	প্রদেয় টাকার পরিমাণ
১. রেজিস্ট্রেশন ফি			২৫০/-
২. কোর্স ফি	৪টি	৫৭৮/-	২৩১২/-
৩. পাঠদান অনুশীলন ফি (পাঠদান অনুশীলন ০২টি কোর্স; বিএমএড ২৫০১, বিএমএড ২৫০২)	২টি	৫৭৮/-	১১৫৬/-
৪. চূড়ান্ত মৌখিক পরীক্ষার ফি (বিএমএড ২১৭১)	০১টি	৫৭৮/-	৫৭৮/-
৫. পরীক্ষার ফি	-	-	৩১৫/-
৬. সিমেস্টার নম্বরপত্র ফি	-	-	১০০/-
৭. চূড়ান্ত নম্বরপত্র ফি	-	-	৪০০/-
৮. সাময়িক সনদপত্র ফি	-	-	৩০০/-
মোট টাকা =			৫,৪১১/-

- **অন্যান্য ফি**

➢ মূল সনদপত্র ফি	৫০০.০০
➢ ট্রান্সক্রিপ্ট ফি	৪০০.০০
➢ প্রশংসাপত্র ফি	১০০.০০
➢ মাইগ্রেশন সনদ ফি	৩০০. ০০

- **পুনঃপরীক্ষার ফি**

কোনো কোর্সে (তত্ত্বীয়, নির্ধারিত কাজ, পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন, মৌখিক পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা) অকৃতকার্য হলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে এবং পরবর্তীকালে পরীক্ষা দিতে হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি কোর্সের জন্য ২০০.০০ টাকা হারে (পরিবর্তনযোগ্য) পুনঃপরীক্ষার **ফি অন-লাইনে (পরীক্ষা বিভাগ কতৃক নির্ধারিত তারিখে)** জমা দিতে হবে এবং টাকা জমাদানের রসিদের নির্ধারিত অংশ সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. বিএমএড প্রোগ্রাম শিক্ষাক্রম কাঠামো

৬.১ বিএমএড প্রোগ্রামের কোর্স সংখ্যা ক্রেডিট মান ও নম্বর বন্টন–

বিষয়	কোর্স সংখ্যা	ক্রেডিট মান	মোট ক্রেডিট
ক. বাধ্যতামূলক বিষয়াবলি	৬টি	৪	২৪
খ. শিক্ষণ বিষয়াবলি	২টি	৪	৮
গ. নৈর্বাচনিক বিষয়	১টি	৪	৪
ঘ. পাঠদান অনুশীলন	২টি মাদারাসা বিষয়ে ১০০টি পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠদান	(প্রতি ৫টি পরিকল্পনা ও পাঠদান = ১ ক্রেডিট)	২০
	মৌখিক ও কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা	২+২	৪
		সর্বমোট ক্রেডিট =	৬০

ক. বাধ্যতামূলক বিষয়াবলির বিবরণ

ক. ১. পেশাগত বিষয়াবলি (একটি কোর্স)	১. শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল (BMED 1402)	১০০ নম্বর
ক. ২. শিক্ষা বিষয়াবলি (তিনটি কোর্স)	২. মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষা (BMED 1401) ৩. শিখন ও শিখনযাচাই (BMED 2401) ৪. একীভূত শিক্ষা (BMED 2402)	১০০ নম্বর ১০০ নম্বর ১০০ নম্বর
ক. ৩. প্রযুক্তি ও গবেষণা বিষয়াবলি (দুইটি কোর্স)	৫. শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (BMED 1403) ৬. শিক্ষায় গবেষণা (BMED 2403)	১০০ নম্বর ১০০ নম্বর

খ. শিক্ষণ বিষয়াবলি বিবরণ

মাদরাসা পাঠ্য বিষয়াবলি (ক বিভাগ থেকে ১টি এবং খ বিভাগ থেকে ১টি মোট ২টি বিষয় নির্বাচন করতে হবে)	**ক বিভাগ** আল কুরআন ও তাজবীদ শিক্ষণ (BMED 1441) আরবি শিক্ষণ (BMED 1443)	মোট ২০০ নম্বর
	খ বিভাগ আল হাদিস শিক্ষণ (BMED 1442) আকাইদ ও ফিকহ শিক্ষণ (BMED 1444)	

গ. নৈর্বাচনিক বিষয়াবলি বিবরণ:

১. প্রাথমিক শিক্ষা (BMED 2451)	মোট ১০০ নম্বর

ঘ. পাঠদান অনুশীলন

- প্রতি সিমেস্টারে শিক্ষণ বিষয়াবলির অর্থাৎ মাদরাসা পাঠ্য বিষয়াবলির উপর পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice)-এর টিউটোরিয়াল সেশন অনুষ্ঠিত হবে।
- পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice)-এর টিউটোরিয়াল সেশনের নির্দেশিনা অনুযায়ী একজন প্রশিক্ষণার্থীকে তার নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ সিমেস্টারে শিক্ষণ বিষয়াবলির ২টি বিষয়ের প্রতিটিতে **৫০টি করে মোট ১০০টি** পাঠদান অনুশীলন করতে হবে।
- এ পাঠদানকৃত বিষয়াবলির উপর পাঠদান অনুশীলন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি সিমেস্টারে আভ্যন্তরীণ ও বহি:পরীক্ষকের উপস্থিতিতে প্রতি বিষয়ের জন্য ৪ বার পাঠদান অনুশীলন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং একটি চূড়ান্ত অনুশীলন পাঠদান পরীক্ষা।
- ১ম সিমেস্টারের **প্রথম পাঠদান মূল্যায়নে ১০টি, দ্বিতীয় মূল্যায়নে ২০টি এবং তৃতীয় মূল্যায়নে ২০টি করে মোট ৫০টি পাঠ পরিকল্পনা** (ইতোমধ্যে পাঠদানকৃত ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের মন্তব্য সংবলিত) নিরীক্ষণের জন্য টিউটরের নিকট জমা দিতে হবে।
- একইভাবে ২য় সিমেস্টারের প্রথম পাঠদান মূল্যায়নে **১০টি, দ্বিতীয় মূল্যায়নে ২০টি এবং তৃতীয় মূল্যায়নে ২০টি করে মোট ৫০টি পাঠ পরিকল্পনা** জমা দিতে হবে
- পাঠদান অনুশীলনে বরাদ্দকৃত ২০০ নম্বরের মধ্যে প্রথম সিমেস্টারে ১০০ নম্বর এবং দ্বিতীয় সিমেস্টারে ১০০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

- পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ ও বহি:পরীক্ষকের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

- **এক নজরে সিমেস্টার ভিত্তিক পাঠদানকৃত পাঠ পরিকল্পনার সংখ্যা**

সিমেস্টার	বিষয়	ইতোমধ্যে পাঠদানকৃত ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের মন্তব্য সংবলিত পাঠ পরিকল্পনার সংখ্যা				মোট
		১ম মূল্যায়ন	২য় মূল্যায়ন	৩য় মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	
প্রথম সিমেস্টার	শিক্ষণ বিষয়-১ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	৫	১০	১০	ইতোমধ্যে জমাকৃত ২৫ টি পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে যে কোন একটি	২৫ টি
	শিক্ষণ বিষয়-২ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	৫	১০	১০	ইতোমধ্যে জমাকৃত ২৫ টি পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে যে কোন একটি	২৫ টি
	প্রথম সিমেস্টারে সর্বমোট পাঠদানকৃত পাঠ পরিকল্পনার সংখ্যা =					**৫০ টি**
দ্বিতীয় সিমেস্টার	শিক্ষণ বিষয়-১ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	৫	১০	১০	ইতোমধ্যে জমাকৃত ২৫ টি পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে যে কোন একটি	২৫ টি
	শিক্ষণ বিষয়-২ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	৫	১০	১০	ইতোমধ্যে জমাকৃত ২৫ টি পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে যে কোন একটি	২৫ টি
	দ্বিতীয় সিমেস্টারে সর্বমোট পাঠদানকৃত পাঠ পরিকল্পনার সংখ্যা =					**৫০ টি**

যদি নিয়মিত ব্যাচের শিক্ষার্থী ১ম, ২য় ও ৩য় মূল্যায়নের কোন একটিতে অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট সিমেস্টারের চূড়ান্ত মূল্যায়নের সাথে যে কোন ১টি মূল্যায়নের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ফি জমা দিতে হবে না।

যদি একাধিক টিপিতে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে অনিয়মিত হয়ে যাবে শুধুমাত্র একটি টিপি চূড়ান্ত টিপির সাথে দিবে এবং বাকিগুলো পরবর্তী ব্যাচের সংশ্লিষ্ট টিপির সাথে পুন: পরীক্ষা ফি প্রদান সাপেক্ষে দিতে পারবে।

উধাহরণ সরূপ বলা যেতে পারে ২০২৬ ব্যাচের কোন শিক্ষার্থী প্রথম সেমিস্টারের ১ম, ২য়, ৩য় টিপির যেকোন একটিতে অনুপস্থিত থাকলে সে প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত টিপির সাথে ঐ অনুপস্থিত ১টি টিপি দিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যদি ২টি টিপিতে বা চূড়ান্ত টিপিতে অনুপস্থিত থাকে তাহলে পরবর্তী ২০২৭ ব্যাচের ১ম সেমিস্টারের স্ব-স্ব (১ম হলে ১ম, ২য় হলে ২য়) টিপির সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই পুন:পরীক্ষার ফি ২০২৭ ব্যাচের সাথে দিতে হবে।

এক নজরে সিমেস্টার ভিত্তিক পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

সিমেস্টার	বিষয়	১ম মূল্যায়ন	২য় মূল্যায়ন	৩য় মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	মোট নম্বর
প্রথম সিমেস্টার	শিক্ষণ বিষয় -১ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	১০	১০	১০	২০	৫০
	শিক্ষণ বিষয়-২ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	১০	১০	১০	২০	৫০
					প্রথম সিমেস্টারের সর্বমোট নম্বর =	১০০
দ্বিতীয় সিমেস্টার	শিক্ষণ বিষয় -১ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	১০	১০	১০	২০	৫০
	শিক্ষণ বিষয় -২ এর পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন	১০	১০	১০	২০	৫০
					দ্বিতীয় সিমেস্টারের সর্বমোট নম্বর =	১০০

- পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন পরীক্ষার দিন শিক্ষার্থীকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে–

ক. পাঠ পরিকল্পনায় নির্ধারিত মাদরাসা প্রধানের নিকট থেকে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এই মর্মে অনুমোদন থাকতে হবে।

খ. পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, বই এবং পর্যবেক্ষণ ডায়েরি শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকতে হবে।

গ. শিক্ষার্থীকে মার্জিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

ঘ. পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীকে মান ভাষা ব্যবহার, মুদ্রাদোষ পরিহারসহ শিক্ষণ দক্ষতাসমূহের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ. পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়নে নিম্নোক্ত চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে তাই পাঠদান অনুশীলন এবং পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষার্থীদেরকে এই চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে।

চ. প্রতি সিমেস্টারে চারটি পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে এক্ষেত্রে প্রতি সিমেস্টারে ১ম মূল্যায়নে "প্রস্তুতি" অংশের উপর, ২য় মূল্যায়নে "উপস্থাপন" এবং ৩য় মূল্যায়নে "মূল্যায়ন" অংশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে শিক্ষার্থীদেরকে পরিপূর্ণ পাঠদানের প্রস্তুতি থাকতে হবে। উল্লেখ্য, চূড়ান্ত মূল্যায়নে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি পূর্বক পরিপূর্ণ পাঠদান মূল্যায়ন করা হবে।

▪ পাঠদান মূল্যায়নের চেকলিস্ট

	ক্রমিক নম্বর	দক্ষতাসমূহ	ব্যবহারের মাত্রা			
			খুবই ভালো	ভালো	মোটামুটি	উন্নয়ন প্রয়োজন
প্রস্তুতি	১.	শুভেচ্ছা বিনিময়				
	২.	সংযোগ স্থাপন				
	৩.	পূর্বজ্ঞান যাচাই				
	৪.	পাঠ শিরোনাম ঘোষণা				
	৫.	শিখনফল ঘোষণা				
উপস্থাপন						
	৬.	পাঠ পরিকল্পনার ক্রম অনুসরণ				
	৭.	আত্মবিশ্বাসের সাথে বক্তৃতা প্রদান				
	৮.	কণ্ঠের উঠানামা				
	৯.	পাঠের বিষয়ের পরিস্কার ব্যাখ্যা প্রদান				
	১০.	বাস্তবধর্মী উদাহরণ দেওয়া				
	১১.	প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর প্রদান				
	১২.	শ্রেণিকক্ষ প্রাণবন্ত রাখা				
	১৩.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা				
	১৪.	বিভিন্ন শিখন কৌশলের ব্যবহার করা				
	১৫.	শিখন উপকরণ ব্যবহার করা				
	১৬.	শারীরিক অঙ্গভঙ্গি				
	১৭.	পাঠের বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের উপর জোর দেওয়া				
	১৮.	সময়মত শেষ করা				
	১৯.	শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করা				
মূল্যায়ন						
	২০.	পুনরালোচনা				
	২১.	ফলাবর্তন				
	২২.	শিখনফল যাচাই				
	২৩.	সহায়ক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা				
	২৪.	বাড়ীর কাজ দেওয়া				
	২৫.	পরবর্তী ক্লাসের বিষয় উল্লেখ করা				
সার্বিক মূল্যায়ন:						
অন্যান্য মতামত:						

শিক্ষার্থী নির্দেশনা- ১৬

৬.২ বিএমএড প্রোগ্রামের সিমেস্টার ভিত্তিক শিক্ষাক্রমিক কাঠামো

- **প্রথম সিমেস্টার**

বিষয় ও কোড	ধারাবাহিক মূল্যায়ন		প্রান্তিক মূল্যায়ন		মোট নম্বর
বাধ্যতামূলক বিষয়াবলি	উপস্থিতি	নির্ধারিত কাজ (এ্যাসাইনমেন্ট) ২টি	তত্ত্বীয়		
			রচনামূলক	সংক্ষিপ্ত	
মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষা (BMED 1401)	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল (BMED 1402)	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (BMED 1403)	০৫	২০ (ব্যবহারিক)	৫০	২৫	১০০
শিক্ষণ বিষয়াবলি					
মাদরাসা পাঠ্য বিষয়- ১	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
মাদরাসা পাঠ্য বিষয়- ২	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
পাঠদান অনুশীলন					
পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন- ১ (BMED 1501)	১ম মূল্যায়ন	২য় মূল্যায়ন	৩য় মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৫০
	১০	১০	১০	২০	
পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন- ২ (BMED 1502)	১০	১০	১০	২০	৫০
মৌখিক পরীক্ষা (BMED 1171)					২৫
				সর্বমোট নম্বর =	৬২৫

▪ দ্বিতীয় সিমেস্টার

বিষয় ও কোড		ধারাবাহিক মূল্যায়ন	প্রান্তিক মূল্যায়ন		মোট নম্বর
বাধ্যতামূলক বিষয়াবলি	উপস্থিতি	নির্ধারিত কাজ (এ্যাসাইনমেন্ট) ২টি	তত্ত্বীয়		
			রচনামূলক	সংক্ষিপ্ত	
শিখন ও শিখন যাচাই (BMED 2401)	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
একীভূত শিক্ষা (BMED 2402)	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
শিক্ষায় গবেষণা (BMED 2403)	০৫	২০ (গবেষণা রিপোর্ট)	৫০	২৫	১০০
নৈর্বাচনিক বিষয়					
১টি বিষয় (প্রাথমিক শিক্ষা) (BMEd 2451)	০৫	১০+১০	৫০	২৫	১০০
পাঠদান অনুশীলন					
		১ম মূল্যায়ন	২য় মূল্যায়ন	৩য় মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	
পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন-১ (BMED 2501)		১০	১০	১০	২০	৫০
পাঠদান অনুশীলন মূল্যায়ন-২ (BMED 2502)		১০	১০	১০	২০	৫০
*কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা (BMED 2261)						৫০
মৌখিক পরীক্ষা (BMED 2171)						২৫
					সর্বমোট নম্বর =	৫৭৫

** কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা: দুই সিমেস্টারের বাধ্যতামূলক মোট ৬টি বিষয়ের উপর ৫০ নম্বরের কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা দ্বিতীয় সিমেস্টারে অনুষ্ঠিত হবে।*

৭. শিক্ষাবর্ষ ও সিমেস্টার

প্রতি শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হবে এবং ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। প্রতি শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রমকে ছয় মাস মেয়াদী দুই সিমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে (অনেক সময় শিডিউল কিছু পরিবর্তন আনা হতে পারে) যা নিম্নরূপ–

সিমেস্টার	ভর্তি/রেজিস্ট্রেশন	টিউটোরিয়াল	চূড়ান্ত পরীক্ষা
প্রথম সিমেস্টার	নভেম্বর - ডিসেম্বর	জানুয়ারি - মে	জুন
দ্বিতীয় সিমেস্টার	জুন - জুলাই	জুলাই - নভেম্বর	ডিসেম্বর

পাঁচ মাস মেয়াদী টিউটোরিয়াল সেশনে, আপনাকে বাউবি প্রদত্ত কোর্স বইগুলো পড়তে হবে এবং নির্ধারিত তারিখের আগে বা নির্ধারিত তারিখে প্রতি বিষয়ের এ্যাসাইনমেন্টগুলো জমা দিতে হবে।

৮. টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা

- বিএমএড প্রোগ্রামের পাঠ সামগ্রীর মাধ্যমে কার্যকর পাঠ গ্রহণের জন্য বাউবি কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত স্টাডি সেন্টারে বা টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে প্রত্যেক মাসের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শিক্ষার্থীদের জন্য টিউটোরিয়াল সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকবে।
- টিউটোরিয়াল ক্লাসের শিডিউল স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
- প্রয়োজনবোধে ক্লাস শিডিউলের বাহিরে যে কোন ছুটির দিন টিউটোরিয়াল ক্লাস পরিচালনার জন্য স্কুল সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সমন্বয়কারীকে অনুরোধ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে টিউটোরিয়াল সার্ভিস চলাকালীন সময়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ বুঝে ও সমাধান করে নিতে পারবেন।

টিউটোরিয়াল সেশনে উপস্থিতি এবং নম্বর বন্টন

প্রতি সিমেস্টারে বাধ্যতামূলক বিষয়াবলির বিষয়ভিত্তিক ৮টি টিউটোরিয়াল সেশন অনুষ্ঠিত হবে। এ ৮টি টিউটোরিয়াল সেশনে উপস্থিতির নম্বর বণ্টন নিম্নরূপ:

বাধ্যতামূলক বিষয়াবলির টিউটোরিয়াল সেশনে উপস্থিতির সংখ্যা	নম্বর বণ্টন
৭–৮ টি	৫
৫–৬ টি	৩
৪ টি	১

বি.দ্রঃ উল্লেখ্য এ নম্বর বণ্টন নৈর্বাচনিক বিষয়ের জন্যে ও প্রযোজ্য।

- ১ম সিমেস্টারে শিক্ষণ বিষয়াবলির বিষয়ভিত্তিক ৮টি এবং পাঠদান অনুশীলনের ৪টি মোট ১২টি টিউটোরিয়াল সেশন অনুষ্ঠিত হবে। এ ১২টি টিউটোরিয়াল সেশনে উপস্থিতির নম্বর বণ্টন নিম্নরূপ:

শিক্ষণ বিষয়াবলির টিউটোরিয়াল সেশনে উপস্থিতির সংখ্যা	নম্বর বণ্টন
১০–১২ টি	৫
৭–৯ টি	৩
৬ টি	১

উল্লেখ্য, ২য় সেমিস্টারে শিক্ষণ বিষয়াবলির শুধুমাত্র পাঠদান অনুশীলনের ৪টি টিউটোরিয়াল সেশন অনুষ্ঠিত হবে যার মধ্যে ৩টিতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

৯. নির্ধারিত কাজ বা এ্যাসাইনমেন্ট

- উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্ধারিত কাজ বা Assignment গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি কোর্সবই-এর কোন একটি বিশেষ পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাঁদের কিছু সংক্ষিপ্ত মৌলিক রচনা তৈরি করতে বলা হয়। শিক্ষার্থী স্কুল অব এডুকেশন-এর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত সংকেত অবলম্বনে রচনাটি প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স টিউটরের কাছে জমা দেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- ১০০ নম্বর (৪ ক্রেডিটের)-এর প্রতিটি কোর্সের জন্য নির্ধারিত এ্যাসাইনমেন্ট সংখ্যা ২টি।
- সিমেস্টারের শুরুতে এ্যাসাইনমেন্ট-এর বিষয় জানানো হবে। প্রতিটি কোর্সের জন্য ২টি এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে।
- প্রতি সিমেস্টারে নির্দিষ্ট তারিখে এ্যাসাইনমেন্ট সমূহ জমা দিতে হবে।
- তত্ত্বীয় এবং এ্যাসাইনমেন্ট উভয়টিতেই আলাদাভাবে পাস নম্বর পেতে হবে। এ্যাসাইনমেন্ট-এ পাস নম্বর না পেলে পরবর্তী ব্যাচের সাথে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনঃপরীক্ষা ফি জমাদান সাপেক্ষে পুনরায় এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে তবে সেক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা পুনরায় দেয়ার প্রয়োজন হবেনা।
- কোন শিক্ষার্থী যদি এ্যাসাইনমেন্ট-এ পাশ নম্বর পান কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় পাশ নম্বর না পান অথবা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেন সেক্ষেত্রে তাঁর এ্যাসাইনমেন্ট নম্বর বহাল থাকবে।

৯.১ নির্ধারিত কাজ বা এ্যাসাইনমেন্ট তৈরির নির্দেশনা

- নির্ধারিত কাজ অবশ্যই স্বহস্তে লিখতে হবে (কম্পিউটার কম্পোজ গ্রহণযোগ্য নয়)।
- নির্ধারিত কাজ ৪০০-৫০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
- নির্ধারিত কাজ তৈরিতে প্রশিক্ষণার্থী স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা প্রয়োগ করতে হবে।
- নির্ধারিত কাজের কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

ক. সর্বপ্রথমে একটি কভার পৃষ্ঠা থাকবে। কাভার পৃষ্ঠায় কোর্সের নাম, কোড নম্বর, বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীর আইডি, শিক্ষাবর্ষ, ব্যাচ, সিমেস্টার, স্টাডি সেন্টারের নাম, টিউটরের নাম ও পদবি, উল্লেখ থাকবে।

খ. দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সূচিপত্র থাকবে।

গ. তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে বিষয়বস্তু এবং সংকেত (যদি থাকে) অনুসারে ধারাবাহিক বর্ণনা থাকবে।

ঘ. সর্বশেষ পৃষ্ঠায় নির্ধারিত কাজটি তৈরিতে যে সকল গ্রন্থ ও অন্যান্য উৎসের সহায়তা নেয়া হয়েছে তার একটি গ্রন্থপঞ্জি থাকবে।

ঙ. নির্ধারিত কাজটি A4 সাইজের অফসেট কাগজে প্রতি পৃষ্ঠার একপাশে লিখতে হবে এবং বাঁধাই এর জন্য বাম পাশে তিনটি স্টাপল করে তা স্কসটেপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে (স্পাইরাল বা অন্য কোন প্রকারের বাঁধাই করা যাবে না)।

চ. বিএড পরীক্ষার রুটিনের সাথে 'নির্ধারিত কাজ' জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। শিক্ষার্থীবৃন্দ উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিতে হবে এবং স্বাক্ষর পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

ছ. কোন শিক্ষার্থীর নির্ধারিত কাজে নিম্নলিখিত কোন একটি অসুদপায় অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত শিক্ষার্থীর নির্ধারিত কাজ বাতিল সহ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- নির্ধারিত কাজ হুবহু কপি করা।
- স্বহস্তে না লিখে অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে লেখানো।
- নির্ধারিত কাজ জমাদানে অবৈধভাবে অর্থের লেনদেন করা।
- নির্ধারিত কাজ ফটোকপি করে জমা দান।

১০. ব্যবহারিক পরীক্ষা

- বিএমএড প্রোগ্রামের ১ম সিমেস্টারে **শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (BMED 1403)** কোর্সটির নির্ধারিত কাজ হিসেবে ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হবে।
- কোর্স চলাকালীন সময়ে কম্পিউটার ও ICT সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে টিউটরের নিকট থেকে হাতে কলমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যবহারিক পরীক্ষার পূর্বেই শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার ও ICT সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিচালনা, Microsoft Office Software, E-mail আদান প্রদানসহ Internet ব্যবহারে পারদর্শি হতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় টিউটর এবং বহি:পরীক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীকে এ সকল দক্ষতাসমূহ হাতে কলমে প্রদর্শন করতে হবে।

১১. গবেষণা রিপোর্ট

- বিএমএড প্রোগ্রামের ২য় সিমেস্টারে **শিক্ষায় গবেষণা (BMED 2403)** কোর্সটির নির্ধারিত কাজ হিসেবে গবেষণা রিপোর্ট জমা দিতে হবে।
- প্রতিটি স্টাডি সেন্টারে **শিক্ষায় গবেষণা (BMED 2403)** কোর্সটির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন টিউটর থাকবেন এবং তিনি সকল শিক্ষার্থীর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- কোর্স চলাকালীন সময়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক (সমস্যা নির্বাচন, জার্নাল লেখা, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি) সম্পর্কে টিউটরের নিকট থেকে হাতে কলমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যে গবেষণা করবেন সেটি সম্পূর্ণভাবে মৌলিক গবেষণা হতে হবে।
- টিউটোরিয়াল অধিবেশনে শিক্ষার্থীবৃন্দ নিজ নিজ অনুশীলনকৃত মাদরাসায়/শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন সমস্যা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা অথবা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দেশীয়/আন্তর্জাতিক যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।
- স্টাডি সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিউটর অর্থাৎ গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনা করে গবেষণা শিরোনাম ঠিক করতে হবে।
- গবেষণা শিরোনাম ও পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের রূপরেখা (Research Proposal) তৈরি করে টিউটরের নিকট অনুমোদন নিতে হবে।
- পরবর্তীতে টিউটোরের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ নিজ নিজ গবেষণার ধাপগুলো যথাযথ ভাবে অনুসরন করে হাতে কলমে কাজ করে একটি নমুনা গবেষণা রিপোর্ট তৈরি করে তা নিদিষ্ট দিনে কোর্স টিউটরের নিকট জমা দিতে হবে।
- পরবর্তীতে একটি নিদিষ্ট অধিবেশনে নমুনা প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন ও আলোচনার মাধ্যমে টিউটোরের সহযোগীতায় একটি চূড়ান্ত গবেষণা রিপোর্ট তৈরি করে তা নিদিষ্ট দিনে কোর্স টিউটরের নিকট জমা দিতে হবে।

- গবেষণা রিপোর্ট তৈরিতে কোন ভাবেই অন্যের কাছ থেকে কপি করা বা অন্য কোন অসুদপায় অবলম্বন করা যাবে না। অসুদপায় অবলম্বন করা হয়েছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত শিক্ষার্থীর গবেষণা রিপোট বাতিল সহ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- গবেষণা রিপোর্ট বাংলা অথবা ইংরেজি যে কোন একটি ভাষায় লেখা যাবে।
- গবেষণা রিপোর্ট অবশ্যই স্বহস্তে লিখতে হবে (কম্পিউটার কম্পোজ গ্রহণযোগ্য নয়) এবং কমপক্ষে ১০০০ শব্দ বিশিষ্ট হতে হবে।
- গবেষণা রিপোর্টের রেফারেন্সিং (Referencing)-এর ক্ষেত্রে APA (American Psychological Association) স্টাইল অনুসরণ করতে হবে।

১২. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

- প্রতিটি সিমেস্টারের জন্য কোর্সভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি বাউবি নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদান সাপেক্ষে উক্ত সিমেস্টারের সংশ্লিষ্ট কোর্স/কোর্সসমূহের পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবেন। কোন শিক্ষার্থী যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ব্যাংকে ফি প্রদান করতে ব্যর্থ হন অথবা সাময়িকভাবে পাঠ গ্রহণ বন্ধ রাখেন তবে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের ভর্তি/রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি প্রদানপূর্বক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- কোনো শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষায় এক বা একাধিক কোর্সে অকৃতকার্য হন তবে বাউবি নির্ধারিত ব্যাংকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় ফি জমাদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সিমেস্টারে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত কোর্স/কোর্সসমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

১৩. নম্বর ও ক্রেডিট বণ্টন

- **নম্বর বন্টন**

মূল্যায়ন পদ্ধতি	নম্বর বণ্টন
▪ তত্ত্বীয় পরীক্ষা	৬৭৫
▪ নির্ধারিত কাজ (Assignment)	১৪০
▪ ব্যবহারিক পরীক্ষা	২০
▪ গবেষণা রিপোর্ট	২০
▪ পাঠদান অনুশীলন	২০০
▪ মৌখিক পরীক্ষা	৫০
▪ কম্প্রিহেনসিভ	৫০
▪ উপস্থিতি	৪৫
মোট =	১২০০

- **ক্রেডিট বন্টন**

সিমেস্টার	ক্রেডিট	নম্বর
প্রথম সিমেস্টার	৩১	৬২৫
দ্বিতীয় সিমেস্টার	২৯	৫৭৫
সর্বমোট=	৬০	১২০০

- **গ্রেডিং সিস্টেম**

নম্বরের ব্যাপ্তি	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০% ও তার উপরে	A+	৪.০০
৭৫% – ৭৯%	A	৩.৭৫
৭০% – ৭৪%	A–	৩.৫০
৬৫% – ৬৯%	B+	৩.২৫
৬০% – ৬৪%	B	৩.০০
৫৫% – ৫৯%	B–	২.৭৫
৫০% – ৫৪%	C+	২.৫০
৪৫% – ৪৯%	C	২.২৫
৪০% – ৪৪%	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০

$$\text{সিজিপিএ} = \frac{(\text{ক্রেডিট} \times \text{জিপিএ})\text{-এর সমষ্টি}}{\text{ক্রেডিট-এর সমষ্টি}}$$

- নম্বরপত্রে ক্রেডিট এবং নম্বর উভয়ই উল্লেখ থাকবে।
- ৪ (চার) ক্রেডিট = ১০০ নম্বর।
- ন্যূনতম পাশ নম্বর শতকরা ৪০।
- ১০০ নম্বরের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ৭০ ও নির্ধারিত কাজ/ব্যবহারিক/গবেষণা রিপোর্ট-এ ২০ নম্বর উপস্থিতি ও ৫ নম্বর।

১৪. লিখিত পরীক্ষার বিবরণ

- বিএমএড প্রোগ্রামের প্রতি সিমেস্টার শেষে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচিত কেন্দ্রে (টিউটোরিয়াল কেন্দ্রসমূহ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।
- যে কোন পর্যায়ের কোন এক বা একাধিক কোর্সের পরীক্ষায় অনুপস্থিত/অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট সিমেস্টারে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এর জন্য নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফি জমা দিতে হবে।
- কোন পরীক্ষার্থী এক সিমেস্টার সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পরবর্তী সিমেস্টারের কোর্সসমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- প্রতি সিমেস্টার শেষে ঐ সিমেস্টারের কোর্সসমূহের পরীক্ষার সময়সূচি প্রচারিত হবে।
- পরীক্ষার সময়সূচি পরীক্ষার্থীকে নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে।
- প্রতি সিমেস্টার শেষে নির্বাচিত পরীক্ষা কেন্দ্রে তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রতি কোর্সের লিখিত পরীক্ষার সময়সীমা হবে ৩ ঘন্টা।
- উত্তরপত্রের ভাষা বাংলা বা ইংরেজি যে কোন একটি হতে পারে। তবে একই কোর্সের উত্তরপত্রে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা একই সঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না।
- পরীক্ষার সময় সকল পরীক্ষার্থীকে ছাত্র কার্ড/শিক্ষার্থী কার্ড/আইডি কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। ছাত্র কার্ড/শিক্ষার্থী কার্ডই তার পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসাবে গণ্য করা হবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (Physically Challenged) শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

লিখিত পরীক্ষার সময় ও নম্বর সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শের জন্য পরীক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এস্যাইনমেন্ট এবং গবেষণা কাজ সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য গাজীপুরস্থ স্কুল অব এডুকেশনের বিএমএড প্রোগ্রামের সমন্বয়কারীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ভর্তি ও টিউটোরিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।

১৫. ফল প্রকাশ

- প্রতি সিমেস্টার পরীক্ষা শেষে যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার কোর্সভিত্তিক ফলাফল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্টাডি সেন্টারসমূহে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রতি সিমেস্টারের মার্কশীট সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

- কোন কারণে মার্কশীট হারিয়ে গেলে নির্ধারিত ব্যাংকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা ফি জমা দিয়ে গাজীপুর ক্যাম্পাসে পরীক্ষা বিভাগ থেকে ডুপ্লিকেট মার্কশীট সংগ্রহ করা যাবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় এই ০২ (দুই) টি সিমেস্টারের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত গ্রেড নির্ধারিত হবে।

১৬. ডিগ্রি প্রদান

- একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বিএমএড ডিগ্রি প্রদান করবে।

১৭. সমাবর্তন

- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমাবর্তনের আয়োজন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বিএমএড প্রোগ্রামসহ অন্যান্য গ্র্যাজুয়েট লেভেলের প্রোগ্রামে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মূল সনদপত্র প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মোট ৫টি সমাবর্তন আয়োজন করেছে।

১৮. একাডেমিক পরামর্শ ও নির্দেশনা

- প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট কোর্স সমন্বয়কারীর সঙ্গে সরাসরিভাবে, ই-মেইল, টেলিফোন মাধ্যমে বা চিঠি লিখে পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে।
- উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থেকে পড়াশুনা করেন। এ কারণে পাঠ ও কোর্স সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য টিউটোরিয়াল সার্ভিস কেন্দ্র এবং বেতার ও টিভি অনুষ্ঠান ছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সহায়তা বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগটি আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকবৃন্দের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন/মন্তব্য-এর উত্তর সরাসরি ডাকযোগে অথবা বেতার ও টিভির মাধ্যমে জানানো হয়।

১৯. স্কুল অব এডুকেশন-এর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

ডিন
স্কুল অব এডকেশন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর– ১৭০৫
☎: 02996691107, PABX: 09666-730730, Ext. 605
Email: dean.soe@bou.ac.bd

২০. স্টাডি সেন্টার ও আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

স্টাডি সেন্টার:	স্টাডি সেন্টার কোড	আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র:
১. সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা বকশীবাজার, ঢাকা। মোবাইল: # ০১৬৭০-০৩৯৮০৮ (সমন্বয়কারী)	০০	ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি ৪/ক, গভমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল রোড ধানমন্ডি,ঢাকা- ১২০৫। ☎ ৯৬৭৩৬৬৯, ৮৬১৯৬২০ ০১৭৩৩-৮৯২১৮২
২. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) বোর্ড বাজার, গাজীপুর। মোবাইল: # ০১৭১৮-২১৫৪৬৬(সমন্বয়কারী)	০১	
৩. সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, চৌহাট্টা, সিলেট। মোবাইল: # ০১৭১৬-৭৩৫১৬২ (সমন্বয়কারী)	০২	সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, পিরিজপুর দক্ষিণ সুরমা,সিলেট। ☎ ০৮২১-৭১৯৫২৩, ০১৭১৭-২০৫৯১৮
৪. সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া। মোবাইল: # ০১৭১৮-০৩৩৮২৩ (সমন্বয়কারী)	০৩	বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি বিশ্বরোড, বনানী,বগুড়া। ☎ ০৫১-৬২৭৯৪, ০১৭১৭-৪৯৬৯৩১
৫. রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্রাসা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৭১২-৭০৩২৩৮ (সমন্বয়কারী)	০৪	রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি নওহাটা, পবা, রাজশাহী। ☎ ০১৭৮০-৫৭৪৭৮০ ০১৩০৪-৩৯৭০৫৮, ০১৭৮০-৫৭৪৭৮০
৬. মোমেনশাহী ডি এস কামিল মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ। মোবাইল: ০১৭১১-৩৪১৮৪৩ (সমন্বয়কারী)	০৫	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, মাসকান্দা,ময়মনসিংহ। ☎ ০৯১-৬৫২৯৮, ০১৭১৬-২০৭৩৭৪
৭. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া (কামিল) মাদ্রাসা, ষোল শহর, চট্টগ্রাম। মোবাইল: # ০১৮১৮-৪৮৯০৬৪ (সমন্বয়কারী)	০৬	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি সি.আর.বি রোড,চট্টগ্রাম। ☎ ০২৩৩৩৩৫৯৬৩৩,০১৯৬৫-৭৭০৩৩১
৮. ইসলামিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: # ০১৭১০৬১১৯১ (সমন্বয়কারী)	০৭	কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাংক রোড, নোয়াপাড়া দুর্গাপুর, কুমিল্লা। ☎ ০৮১-৭৭৫৫৭, ০১৯১৭-৭১০৩০৪
৯. যশোর আমিনিয়া কামিল স্নাতকোত্তর মাদ্রাসা, যশোর। মোবাইল: # ০১৭১১-০৪৭৪৩৩ (সমন্বয়কারী)	০৮	যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, যশোর উপ-শহর, পোস্ট-উপ-শহর,যশোর। ☎ ০২৪৭৭৭৬০০৮০, ০১৯২১-১৫৭০১৫
১০. সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭৩৬৬৬৯৬৪৬(সমন্বয়কারী)	১০	বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, হাউজিং এস্টেট, রূপাতলী ডাকঘর- জাগুয়া, বরিশাল।

স্টাডি সেন্টার:	স্টাডি সেন্টার কোড	আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র:
		☎ ০৪৩১-৭১৪৮২, ০১৭১১-৯৩১৭১৭
১১. খুলনা আলিয়া কামিল মাদ্রাসা,খুলনা। মোবাইল: # ০১৮৫০৪০৩০৯২ (সমন্বয়কারী)	১১	খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, রোশনীবাগ, ডাকঘর- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা- ৯২০৮। ☎ ০৪১-৭৩১৭৯৫, ০১৯১৩-৭৬৭৪২১
১২. সবজাননেসা মহিলা কামিল মাদ্রাসা, পূর্ব খাবাসপুর, ফরিদপুর। মোবাইল: # ০১৭৩৯-০৩৫১০০ (সমন্বয়কারী)	১২	ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, হাড়োকান্দি, বরিশাল রোড ফরিদপুর। ☎ ০৬৩১-৬২০৮১, ০১৭১৭-০৬৪৯৩০
১৩. পাবনা কামিল আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা। মোবাইল: # ০১৬১৮-৫৭৭৬২ (সমন্বয়কারী)	১৩	পাবনা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি, রাজাপুর (পাবিপ্রবি-এর নিকটে) পাবনা। ☎ ০৭৩১-৬৪৭২১, ০১৭১১-০৭০৪৫১
১৪. মুলাটোল মদিনাতুল উলুম কামিল (এমএ) মাদ্রাসা, রংপুর। মোবাইল: # ০১৭১২-৭২১১৩০ (সমন্বয়কারী)	১৪	রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি আর.কে. রোড, রংপুর। ☎ ০২৫৮৯৯৫৭১৭৬ ০১৭১৯-৫১৫৬৮০